OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 464 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 464 - 470
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার কথ্যভাষার উপর শিল্পাঞ্চল ও পরিযায়ী সংস্কৃতির অভিঘাত

অপূর্ব বীর
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
Email ID: apurbabir12@gmail.com
0009-0006-1171-2865

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
Industrial Zones, Migrant Cultures, Colloquial Language, North And South 24 Parganas, Livelihoods, Geographical Environment, Sociolinguistics.

Abstract
The vast geographical landscape of the North and South 24 Parganas, characterized by the peaceful coexistence of diverse religions, castes, and communities, presents a rich linguistic tapestry. This linguistic wealth is further enhanced by a complex blend of varied livelihoods and the cohabitation of people hailing from different Indian states. However, the colloquial speech or the vernacular of the masses - inherently demands its own distinct identity. Consequently, a wide array of spoken dialects is observed across this expansive region. Geopolitically and ecologically, this area is uniquely positioned. It is bordered on one side by a sovereign nation, Bangladesh, and on others by major industrial belts, the standard Bengali-speaking capital city of Kolkata, a bustling port, and the Bay of Bengal encompassing the Sundarbans. Concurrently, the continuous influx and efflux of migrant labourers have triggered a profound transformation and evolution in the local colloquial language alongside its rural culture. Notably, Bengali labourers migrating for work to the industrial sectors of Western and Southern India have integrated words and linguistic traits from those regions into their daily vocabulary. Conversely, non-native labourers arriving from other states to work in local industries are actively influencing the region's existing vernacular. Ultimately, the spoken dialects of this region mirror the intricate diversity of its geographical and socio-economic environment. Our detailed study expands upon these core dynamics.

Discussion

একটি অঞ্চলের ভাষার মধ্যে ধরা থাকে সেই অঞ্চলের প্রবাহমান ইতিহাস, সংস্কৃতির নিজস্ব ভাবধারা। তাই ভাষা হয়ে ওঠে ওই অঞ্চলের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সম্পদ। এর ফলে কোন একটি অঞ্চলের ভাষা নিয়ে একটু অনুসন্ধান করলেই ওই অঞ্চল সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য পাওয়া সম্ভব। ভাষা শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক সম্পদ নয়, একই সঙ্গে ভাষা অর্থনৈতিক সম্পদ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 464 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের আলোচনার মূল বিষয় উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কথ্যভাষা। এই দুই জেলার দক্ষিণ দিক জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন, এখানকার মানুষের জীবন বাঘ, কুমির আর প্রকৃতির সাথে লড়াই করে কাটে। তাই বনবিবি, দক্ষিণরায়, বা নৌকার মাঝিদের ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও মন্ত্র এই অঞ্চলের কথ্যভাষায় প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমানে তাদের এই প্রাচীন লোকঐতিহ্য একটি অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। সুন্দরবনে আসা পর্যটকরা এখানকার মানুষের মুখের আদিম ও সহজ ভাষার ধরন, গল্প বলার শৈলী এবং লোকগান শুনতে ভালোবাসেন। 'ঝুমুর গান', 'অষ্টক গান' বা 'কবিগান' এই অঞ্চলের নিজস্ব কথ্যভাষায়, নিজস্ব ভঙ্গীতে গাওয়া হয়। আজও বহু মানুষ এই গানগুলি পরিবেশন করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

ভাষা মানুষকে একসূত্রে বেঁধে রাখে। কলকাতা বা রাজ্যের বাইরে কাজের তাগিদে গিয়েও যখন একই অঞ্চলের দুজন মানুষ নিজেদের চেনাটানে কথা বলেন, তখন তাঁদের মধ্যে একটি মানসিক সংযোগ তৈরি হয়। দেশভাগের পর বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষের আগমন ঘটেছে এই অঞ্চলে। তাঁদের কথ্যভাষা ফেলে আসা ইতিহাস ও লড়াইকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও বিনোদন জগতেও এই আঞ্চলিক কথ্যভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দরবন বা ২৪ পরগণার পটভূমিতে তৈরি সিনেমা, ওয়েব-সিরিজ, নাটক বা উপন্যাসে সংলাপের নির্যাস ধরে রাখতে ওই অঞ্চলের কথ্যভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। কথ্যভাষার এই বিশেষ টান সাহিত্যকে আরও বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় করে তুলছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ২৪ পরগণার কথ্যভাষা এই অঞ্চলের মানুষের আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখার, জীবিকা অর্জনের এবং তাঁদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সবচেয়ে বড় জীবন্ত মাধ্যম বা সম্পদ হিসেবে কাজ করে চলেছে।

সভ্যতার ইতিহাসে ভাষার ব্যবহারে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিবর্তন আসে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে, দূর দুরান্তে ব্যবসা অর্থনৈতিক লেনদেন যেমন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করে তেমনি কোনো অঞ্চলের ভাষাকেও প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়া ভাষার বিবর্তনের আরো অনেক কারণ রয়েছে। সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় দেখা যাবে যে, কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা, বিশেষত কথ্যভাষা বা আঞ্চলিক উপভাষার পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ধীর কিন্তু সুনির্দিষ্ট নিয়মে ঘটে। কথ্যভাষার এই রূপান্তর বা পরিবর্তন কেন এবং কীভাবে ঘটে, তা ব্যাখ্যা করার জন্য সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানী (Socio-linguists) এবং ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বেশ কিছু যুগান্তকারী তত্ত্ব দিয়েছেন, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কথ্যভাষা বিবর্তনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা রেখে ভাষা রূপান্তরের কিছু তত্ত্ব আলোচনা করা হল।

ভাষাবিজ্ঞানী উরিয়েল ওয়াইনরাইখ (Uriel Weinreich) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Languages in Contact' (১৯৫৩) গ্রন্থে ল্যাঙ্গুয়েজ কন্ট্যাক্ট বা ভাষা-সংস্পর্শ তত্ত্ব (Language Contact Theory) তত্ত্বের উত্থাপন করেন। তিনি বলেন -

> "Two or more languages will be said to be in contact if they are used alternately by the same individuals."[১]

যখন দুটি ভিন্ন ভাষা বা উপভাষার মানুষ বাণিজ্য, পরিযান (Migration) বা কর্মক্ষেত্রের কারণে দীর্ঘকাল একসাথে বসবাস করে, তখন তাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলে কথ্যভাষা দ্রুত পরিবর্তিত হয়। দুটি ভাষা পরস্পরের সংস্পর্শে এলে শব্দ ও ব্যাকরণের আদান-প্রদান ঘটে, একে ভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় 'Interference' বলা হয়।

আবার ব্রিটিশ ভাষাবিজ্ঞানী লেসলি মিলরয় (Lesley Milroy) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Language and Social Networks' (১৯৮০) গ্রন্থে দৃঢ় সামাজিক বন্ধনের সঙ্গে কোন গোষ্ঠীর ভাষার পরিবর্তনের ব্যাস্তানুপাতিক সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। যেসব গ্রামীণ সমাজের সামাজিক বন্ধন দৃঢ় ও বদ্ধ সে অঞ্চলের ভাষা সহজে বদলায় না। কিন্তু যখনই মানুষ কাজের সূত্রে কলকাতার মতো বড় শহরে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে তখন সেই সামাজিক বন্ধন আলগা হতে শুরু করে, একেই তিনি Loose Network বলে উল্লেখ করেছেন, আর এর পরেই কথ্যভাষার আদি রূপটি ভেঙে গিয়ে নতুন মান্য রূপের অনুপ্রবেশ ঘটে -

> "Close-knit networks function as conservative devices which resist language change, while loose networks are more susceptible to innovation."[২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 464 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তাঁর গবেষণা থেকে জানা যায়, একই পাড়ার পুরুষ ও নারীদের সামাজিক নেটওয়ার্ক আলাদা হওয়ার কারণে তাদের কথা বলার টানে এবং উপভাষার ব্যবহারে পার্থক্য তৈরি হতে পারে। আমাদের আলোচনায় দেখা যাবে জেলার প্রান্ত থেকে নারী-পুরুষ কর্মসংস্থানের তাগিদে কলকাতার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মেলামেশার ফলে গ্রামীণ কথ্যভাষার পরিবর্তন ঘটেছে। একইভাবে শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের ফলেও কোনো অঞ্চলের ভাষার পরিবর্তন হতে পারে। যেমন চব্বিশ পরগণার আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলায় আর্য অনুপ্রবেশের ধাক্কায় পরিবর্তনের সম্মুখিন হয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থ 'The Origin and Development of the Bengali Language' - এ বাংলার কথ্যভাষার এই পরিবর্তনের ভিত্তি সম্পর্কে লিখেছেন -

> "The non-Aryan substratum in the population of Bengal is the most important factor in determining the special development of the Bengali language."[৩]

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ২৪ পরগণা জেলাতে প্রধানত যে মাতৃভাষাগুলিতে কথা বলা হয় সেগুলি হল বাংলা, হিন্দ, উর্দু, ওড়িয়া, তেলেগু, সাঁওতালি, পাঞ্জাবি, নেপালি, ভোজপুরি, সাদন বা সাদরি, মাড়োয়ারি, তামিল, কুরুক বা ওঁরাও, গুজরাটি, মালায়ালাম, মুণ্ডা, মৈথিলী এবং ইংরেজি। তবে ২৪ পরগণা জেলার মুখ্য ভাষা হল বাংলা। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই জেলায় প্রচলিত ভাষাগুলি মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশ থেকে এসেছে। তবে এই অঞ্চলের ভাষাতে অস্ট্রিক এবং ভোটচিনীয় ভাষারও প্রভাব আছে। দ্রাবিড় ভাষা বংশ থেকে এসেছে তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কুরুখ বা ওঁরাও। অস্ট্রো-এশীয় ভাষা বংশ থেকে এসেছে সাঁওতালি, মুণ্ডা। তবে ২৪ পরগণা জেলার মুখ্য ভাষা হল বাংলা। এই কারণে সমগ্র জেলা জুড়ে বাংলার নানারকম উপভাষার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, প্রধানত রাঢ়ী, বঙ্গালী এবং ঝাড়খণ্ডী উপভাষার চলন সবথেকে বেশি। উত্তর ২৪ পরগণার কিছু সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে এবং সুন্দরবনের প্রাচীন বসতি অঞ্চলগুলোতে মানুষের কথ্যভাষায় উত্তরবঙ্গের 'রাজবংশী' বা 'কামরূপী' উপভাষার কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে। উত্তর ২৪ পরগণার একদম উত্তর সীমান্ত যেমন বাগদা, গাইঘাটার কিছু অংশ এবং সুন্দরবনের কিছু প্রাচীন মৎস্যজীবী এলাকার ভাষায় এই কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষার প্রভাব রয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার পশ্চিম সীমান্তের আনেকটা জুড়ে গ্রামীণ এলাকা বিশেষ করে ফলতা, ডায়মণ্ড হারবার, কুলপি, পাথরপ্রতিমা এবং সাগরের কিছু এলাকা মেদিনীপুরের ভাষা দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত। অন্যদিকে ক্যানিং বা বারুইপুর অঞ্চলের ভাষা মান্য চলিত হলেও, দ্রুত কথা বলার সময় যে 'টান' বা 'লয়' তৈরি হয়, তার পেছনে মেদিনীপুরের আঞ্চলিক টানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এর অন্যতম কারন হল মাছের ব্যবসা এবং সুন্দরবনের নদীগুলোতে মাছ ধরার জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলেরা বছরের পর বছর ধরে একসঙ্গে কাজ করছেন। হুগলি নদীর দুই পারের গ্রামগুলোর মধ্যে যুগের পর যুগ ধরে পারিবারিক ও বৈবাহিক আদান-প্রদান চলেছে। মেদিনীপুর থেকে আসা গৃহবধূদের হাত ধরে বহু শব্দ এই জেলার পরিবারগুলোতে স্থায়ী ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক ও সামাজিক নৃবিজ্ঞানের নিবিড় বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই দুই-তিনটি প্রধান উপভাষা ছাড়াও ২৪ পরগণার মাটিতে আরও বেশকিছু আঞ্চলিক উপভাষা, মিশ্র উপভাষা এবং স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে।

'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সুকুমার সেন বলেছেন যে, প্রয়োজনের তাগিদে দুটি সম্পূর্ণভাবে পৃথক ভাষা সম্প্রদায় সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের ভাষা সম্পদের মিশ্রণে কাজ চালানোগোছের সরল ও সংক্ষিপ্ত বাকরীতি উৎপন্ন করতে পারে। এমন ভাষাকে তিনি বলেছেন মিশ্র ভাষা (Jargon বা Mixed Language)। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক রাজধানীগুলিতে বা যেখানে নানা দেশ থেকে লোকসমাগম হয় সেখানে বেচাকেনার জন্য ছোটখাটো মিশ্র ভাষা তৈরি হয়। 'পিজিন' ইংরেজি নামটির 'পিজিন' অংশ এসেছে ইংরেজি শব্দ 'business' শব্দের বিকৃত চীনা উচ্চারণ থেকে, যার অর্থ 'কেজো ইংরেজি'। অর্থাৎ ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে কথ্য আঞ্চলিক ভাষার দূরত্ব ঘোচানোর প্রচেষ্টাতেই এই ধরনের কেজো ইংরেজি মিশ্র ভাষা বা 'পিজিন' ভাষার সৃষ্টি। একদা ব্রিটিশ ভারতবর্ষের রাজধানী কলকাতা ও পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার ব্যবসায়িক অঞ্চল এবং মেট্রোপলিটন সংস্কৃতির ছোঁয়ায় পার্শ্ববর্তী উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার নিজস্ব কথ্যভাষা বা ভাষা সম্পদের পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল টিটাগড়, ভাটপাড়া,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 464 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কাঁকিনাড়া এবং বজবজ-মেটিয়াব্রুজ এলাকায় বছরের পর বছর ধরে হিন্দি, ওড়িয়া, উর্দু এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষ একসঙ্গে থাকার ফলে একটি সম্পূর্ণ নতুন 'শিল্পাঞ্চলীয় উপভাষা' জন্ম নিয়েছে।

মিশ্র উপভাষা বা শিল্পাঞ্চলীয় পিজিন (Pidgin) –

ভাষাগত বৈশিষ্ট্য : এই মিশ্র উপভাষার কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণ নেই, এটি পরিস্থিতি অনুযায়ী তৈরি। নমুনা স্বরূপ - "কারখানায় আজ হাজিরা দিতে হবে" না বলে বলা হয় "আজ কুঠিতে নাম চড়াতে হবে।" এখানে বাংলার 'খাতায় নাম তোলা' আর হিন্দির 'নাম চড়ানা' মিলেমিশে এক নতুন উপভাষাগত বুলি তৈরি করেছে। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে মিশ্র উপভাষায় কীভাবে হিন্দি, উর্দু, তামিল সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজের খোঁজে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যান। এই পরিযায়ী শ্রমিকরা (Migrant Labourers) যখন কেরল, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, দিল্লি বা গুজরাট থেকে কয়েক বছর কাজ করে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন, তখন তাঁরা শুধু অর্থ উপার্জন করে ফেরেন না, সঙ্গে করে নিয়ে আসেন অন্য রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতির টুকরো উপাদান। পরিযায়ী শ্রমিকদের মাধ্যমে ভিনরাজ্যের ভাষার প্রভাব ২৪ পরগণার গ্রামীণ অঞ্চলের কথ্যভাষার উপর কীভাবে পড়েছে তা কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা হল—

হিন্দি ও উর্দু ভাষার প্রভাব : ২৪ পরগণা থেকে বহু মানুষ দিল্লি, মুম্বাই বা হরিয়ানায় রাজমিস্ত্রি, দর্জি, কাপড়ের কারখানায় শ্রমিক বা সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করতে যান। তাঁরা ফিরে আসার পর স্থানীয় বাংলা ভাষার সাথে হিন্দি ব্যাকরণ ও শব্দ মিশিয়ে এক নতুন মিশ্র ভাষা তৈরি করছেন।

হিন্দি অনুকরণে ক্রিয়াপদ তৈরি : বাংলায় আমরা বলি— "আমি জিনিসটা বুঝতে পেরেছি।" উত্তর ভারত ফেরত শ্রমিকরা এসে বলছেন— "আমি জিনিসটা সমঝে গেছি।" অথবা "ও তোকে বানিয়ে দিল", অর্থাৎ বোকা বানালো— হিন্দি 'বানায়া' থেকে।

নতুন শব্দ সংযোজন : বাংলায় 'তাড়াতাড়ি করো' বা 'জলদি করো' শব্দের বদলে এখন গ্রামের চায়ের দোকানেও শোনা যায়— "জলদি জলদি হাত চালাও।" কাজ বা মজুরি বোঝাতে 'মাইনে' বা 'বেতন' শব্দের বদলে এখন 'হাফতা' অর্থাৎ সাপ্তাহিক মজুরি বা দৈনিক মজুরি বোঝাতে "দিহাড়ি" শব্দের ব্যবহার করেন। কোনো সমস্যা বা ঝামেলা বোঝাতে বলা হচ্ছে— 'লোচা' বা 'লাফড়া' শব্দ; যেমন— "কাজের জায়গায় একটা বড় লোচা হয়ে গেছে।"

দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার প্রভাব : বর্তমানে ২৪ পরগণার বিশেষ করে সন্দেশখালি, ক্যানিং, ভাঙড়, মিনাখাঁ বা ডায়মণ্ড হারবার প্রভৃতি অঞ্চলের বহু নারী-পুরুষ বিশেষ করে যুব সমাজের একটা বড়ো অংশের কর্মক্ষেত্র হল কেরল এবং তামিলনাড়ুর নির্মাণ শিল্প, হোটেল এবং নার্সিং ক্ষেত্র। মালয়ালম বা তামিল ভাষার সম্পূর্ণ ভিন্ন অপরিচিত শব্দ পরিযায়ী শ্রমিকদের হাত ধরে এখন ২৪ পরগণার চায়ের দোকান ও পরিবারের অন্দরেও প্রবেশ করেছে।

কোড-মিক্সিং বা ভাষার মিশ্রণ : ভিনরাজ্য ফেরত শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় খুব স্বাভাবিকভাবেই তামিল বা মালয়ালম শব্দ বাংলায় ব্যবহার করছেন। কেরল ফেরত শ্রমিকরা এসে খাবারে নারকেল তেলের ব্যবহার বা দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের নাম, যেমন— ইডলি, দোসা, উত্তপম শব্দগুলিও গ্রামীণ স্তরেও পরিচিত করে তুলেছেন। আবার টাকা বা পয়সা বোঝাতে অনেকে মজার ছলে তামিল শব্দ 'কাচ' (Kācu/ Kasu - যার অর্থ পয়সা) ব্যবহার করেন। যেমন— "আজ পকেটে একদম কাচ নেই।" কেরল ফেরত পরিযায়ীদের মুখে প্রায়ই শোনা যায় 'চেট্টান' (Chettan) - যার অর্থ বড় ভাই বা 'আন্নে' তামিল শব্দ 'আন্না' থেকে - দাদা। পরিযায়ী শ্রমিকরা বাইরে গিয়ে যে আধুনিক যন্ত্রপাতি বা কাজের পরিবেশের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 464 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মুখোমুখি হন, তার কোনো বাংলা প্রতিশব্দ তাঁরা শেখেন না। ফলে সেই কাজের প্রযুক্তিগত হিন্দি বা ইংরেজি শব্দগুলো সরাসরি ২৪ পরগণার গ্রাম্য ভাষায় প্রবেশ করে স্থায়ী শব্দভাণ্ডারের অংশ হয়ে যাচ্ছে। ভিনরাজ্যে বছরের পর বছর থাকার কারণে এই শ্রমিকদের কথা বলার গতি এবং উচ্চারণের টানেও বদল ঘটে। গ্রামের পরিচিত পরিসরে এই ধরনের ভিন্ন ভাষার শব্দ ব্যবহার করে তারা সেই শব্দগুলিকে পরিচিত করে তুলছেন, এটি স্বাভাবিক মানবপ্রবৃত্তি এবং এভাবেই ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। ভাষাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'ল্যাঙ্গুয়েজ কন্ট্যাক্ট' (Language Contact) বা ভাষার সংঘর্ষ ও মিলন। পরিযায়ী শ্রমিকরা ২৪ পরগণা জেলার নিজস্ব উপভাষার প্রাচীর ভেঙে দিচ্ছেন। তাদের হাত ধরে হিন্দি, মালয়ালম বা তামিল শব্দের আগমন ২৪ পরগণার আঞ্চলিক ভাষাকে আরও আধুনিক, গতিশীল এবং মিশ্র করে তুলছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ভাষার রূপান্তর কেবল পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরার মাধ্যমেই ঘটছে না, বরং এই জেলার নিজস্ব শিল্পাঞ্চল এবং কলকাতার সাথে দৈনিক যোগাযোগের ফলে বৃহৎ ভাষাগত পরিবর্তন ঘটেছে।

প্রথমে বাইরের রাজ্য থেকে আসা শ্রমিকদের প্রভাব নিয়ে আমরা বিশদে আলোচনা করেছি। এখন কলকাতায় কাজ করতে যাওয়া ও ট্রেনের হকারদের 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডাপটেশন' (Language Adaptation) সম্পর্কে বিস্তারিত উদাহরণসহ আলোচনা করব।

হিন্দি-বাংলার সহাবস্থান : শিল্পাঞ্চলের চায়ের দোকান বা কারখানায় স্থানীয় বাঙালি শ্রমিক এবং ভিনরাজ্যের শ্রমিকরা একসঙ্গে কাজ করার ফলে এমন এক বাংলা তৈরি হয়েছে যার ক্রিয়াপদ বাংলায় হলেও বিশেষ্য বা বিশেষণগুলো হিন্দি। "কাজটা ভালো করে করো" না বলে শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা বলেন— "কামটা বড়িয়া করে করো।"

নতুন শব্দভাণ্ডার : এমন কিছু শব্দ যা এখন এই অঞ্চলের বাঙালির মুখেও আর খাঁটি বাংলা নেই- ঝগড়া বা ঝামেলা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়— 'ঝামেলা' বা 'বখেড়া'। মালিক বা সর্দারকে ডাকা হয়— 'সেঠজি' বা 'বাবুজি'। উৎসব বা আনন্দের মেজাজ বোঝাতে বলা হয়— 'মৌজ' যেমন— "আজকের দিনটা পুরো মৌজ।"

এবার আসা যাক কলকাতাগামী দৈনিক যাত্রীদের 'স্টাইল শিফটিং' ও 'ডিগ্লসিয়া' (Diglossia) বিষয়টির আলোচনায়। প্রতিদিন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে শিয়ালদহগামী লোকাল ট্রেনগুলি লক্ষ লক্ষ কর্মজীবী মানুষকে নিয়ে কলকাতায় যাতায়াত করে। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই মানুষেরা প্রতিদিন একধরনের 'কোড-সুইচিং' (Code-Switching) বা ভাষার পোশাক পরিবর্তন করেন। এই বিষয়টিকে ভাষাবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় **অডিয়েন্স অ্যাকোমোডেশন থিওরি** (Audience Accommodation Theory)। দক্ষিণ ২৪ পরগণার গ্রামীণ মানুষ উদাহরণস্বরূপ কুলপি বা ক্যানিংয়ের বাসিন্দা যখন কলকাতার বাবু বা কর্পোরেট অফিসে কথা বলেন, তখন তাঁরা তাঁদের আঞ্চলিক টান যেমন— 'মুই যাবনি' (আমি যাবো না), 'উরা কইছিল' (ওরা বলছিল) এরকম ব্যবহার সচেতনভাবে বর্জন করেন। কারণ কলকাতার শহুরে সমাজে আঞ্চলিক টানকে অনেক সময় 'গ্রাম্য' বা 'অশিক্ষিত' বলে উপহাস করা হয়, ফলে তাঁরা জোর করে কলকাতার মান্য চলিত বা প্রমিত রূপ অনুকরণ করেন। এই শ্রমিক বা চাকুরিজীবীরা প্রতিদিন দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাষা-স্তর ব্যবহার করেন। যখন তাঁরা কলকাতার অফিসে থাকেন, তখন তাঁদের ভাষা হয় অত্যন্ত মার্জিত এবং ইংরেজি শব্দবহুল। কিন্তু অফিসফেরত তাঁরাই যখন শিয়ালদহ স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে ফেরেন এবং নিজের গ্রামের বন্ধুদের সাথে বসেন, তখন তাঁদের ভাষা আবার অত্যন্ত খাঁটি গ্রামীণ আঞ্চলিক রূপে ফিরে যায়। কলকাতায় কাজ করা এই মানুষগুলো যখন ছুটির দিনে নিজেদের গ্রামে আড্ডা দেন, তখন অজান্তেই কলকাতার আধুনিক চটুল শব্দগুলো গ্রামে ছড়িয়ে দেন। ফলে গ্রামের চায়ের দোকানেও এখন শোনা যায়— "বেশি সিন ক্রিয়েট (Scene create) করিস না", "আজকে আমার পুরো বাঁশ" বা "ব্যাপারটা একটু খতিয়ে দেখ।"

শিয়ালদহ মেইন, বনগাঁ, হাসনাবাদ এবং দক্ষিণ শাখার ট্রেনের হকাররা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ভাষাবিদ নন, কিন্তু ক্রেতার মনস্তত্ত্ব বুঝে ভাষা পরিবর্তন বা 'ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাডাপটেশন'-এ তাদের ভূমিকা অদ্বিতীয়। ট্রেনের কামরার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে জিনিস বিক্রি করতে তাঁরা নিচের কৌশলগুলো ব্যবহার করেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 464 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধ্বনিসাম্য তৈরি : হকাররা জানেন যে সোজা কথায় ক্রেতা আকর্ষণ করা যায় না, তাই তাঁরা ভাষাকে সুরেলা এবং ছন্দোময় করে তোলেন। এর মধ্যে বাংলা ও হিন্দি শব্দের এক অদ্ভুত কোলাজ থাকে।

একজন খেলনা বিক্রেতার কৌশল এরকম - "দেখলে খুশি, নিলে আরো খুশি, পকেটে থাকলে ১০ টাকা, পুরা ফ্যামিলি খুশি! বিলকুল সস্তা, জবরদস্ত চিজ!" এখানে 'খুশি' ও 'টাকা' (বাংলা) শব্দের সাথে 'বিলকুল', 'সস্তা' ও 'চিজ' (হিন্দি) মিশিয়ে এমন এক সুর তৈরি করা হয় যা ট্রেনের সব ধরণের ভাষার মানুষের কাছেই সহজে পৌঁছে যায়।

কথন শৈলি পরিবর্তন বা স্টাইল সিফটিং : হকাররা কামরার ভেতরে যাত্রীদের পোশাক এবং বয়স দেখে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁদের ভাষা এবং সম্বোধনের রূপ বদলে ফেলেন এবং কিভাবে প্রচার করলে জিনিস বিক্রি হবে তা বুঝে নেন। কিছু নমুনা -

মহিলা কামরায় বাচন কৌশল : মহিলা কামরায় ঢুকেই তাঁদের ভাষা অত্যন্ত পারিবারিক ও আবেগঘন হয়ে যায়। তাঁরা বলেন— "নেন দিদিমণিরা, মায়েরা— একদম নতুন কালেকশন, বাজারে পাবেন না, ঘরের লক্ষ্মীদের জন্য লিয়ে যান।" এখানে 'লিয়ে যান' শব্দের ব্যবহার ক্রেতার সাথে একটি আঞ্চলিক ও আন্তরিক যোগ তৈরি করে।

অফিসারদের কামরায় বাচন কৌশল : শিয়ালদহ মেইন লাইনের অফিস টাইমের কামরায় যেখানে ভদ্রলোকেরা খবরের কাগজ পড়েন, সেখানে হকারদের ভাষা বদলে যায়— "দাদারা, একটু অ্যাটেনশন দেবেন। পেনটা পকেটে রাখুন, খুব স্মুথ রাইটিং, ওয়ান পিস মাত্র পাঁচ টাকা।" এখানে 'অ্যাটেনশন' বা 'স্মুথ রাইটিং'-এর মতো ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ ক্রেতার সামাজিক স্তরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়।

বহুভাষিক এলাকার বাচন কৌশল : শিয়ালদহ মেইন লাইনের ট্রেনে প্রচুর হিন্দিভাষী বা জুটমিলের শ্রমিক যাতায়াত করেন। তাঁদের কাছে জিনিস বিক্রি করতে হকাররা এক অদ্ভুত 'মিশ্র ভাষা' ব্যবহার করেন, যা ব্যাকরণ মানে না কিন্তু ব্যবসায় লাভের মুখ দেখায়। **নমুনা হিসাবে** - "একবার লেকে দেখিয়ে দাদা, এক্কেবারে গ্যারান্টি ওয়ালা মাল হ্যায়। পসন্দ না আয়ে তো পয়সা ফেরত!" এখানে 'লেকে দেখিয়ে' বা 'পসন্দ না আয়ে' কোনো শুদ্ধ হিন্দি বা বাংলা নয়, এটি সম্পূর্ণভাবে ট্রেনের হকারদের তৈরি করা একটি কার্যকর বাণিজ্যিক যোগাযোগ মাধ্যম।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ভাষার এই চলমান পরিবর্তন প্রমাণ করে যে ভাষা কখনো স্থির কোনো ব্যাকরণ বইয়ে বন্দি থাকতে পারে না। শিল্পাঞ্চলের ভিনরাজ্যের শ্রমিকদের রুক্ষ কিন্তু সজীব ভাষা, কলকাতাগামী মানুষের আত্মপরিচয় বদলের ভাষা এবং ট্রেনের হকারদের রুটিরুজির বহুভাষিক লড়াই— এই সবকিছুর মিলিত স্রোতে ২৪ পরগণা জেলার ভাষা আজ এক অত্যন্ত আধুনিক, গতিশীল এবং মিশ্র সম্পদে পরিণত হয়েছে।

তাই বলতে পারি দুই ২৪ পরগণা জেলার কথ্যভাষাকে একক ছাঁচে ঢালাই করা যায় না। মান্য রাঢ়ী এবং ওপার বাংলার বঙ্গালী উপভাষার পাশে শিল্পাঞ্চলের মিশ্রভাষা— এই সবকিছু মিলেই ২৪ পরগণার ভাষাতাত্ত্বিক মানচিত্রকে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ করেছে। এই জেলাতেই রয়েছে বিধাননগরের মতো আইটি হাব, লেদার কমপ্লেক্সের মত চর্ম শিল্পকেন্দ্র। ফলে এই সমস্ত এলাকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের আগমন ঘটে এবং তার প্রভাব এই অঞ্চলের ভাষার মধ্যে দেখা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুকুমার সেন তাঁর 'ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে খুব সহজ ভাষায় বলেছিলেন—

> "ভাষা পরিবর্ত্তনশীল; নদীর মতই ভাষা অখণ্ড স্রোতবাহিনী হইয়াও নিয়ত গতিপথকে বদলাইতে বদলাইতে চলিয়াছে।"[৪]

বিস্তৃত আয়তন, মানুষের জীবিকার বৈচিত্র, নানা জাতি-ধর্ম-বর্ণের সহাবস্থান, অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত জনগণ, অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে আগত মানুষের ভাষা, সমস্তটা মিলিয়েই উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ২৪ পরগণার ভাষা তার নিজস্ব মিশ্ররূপ পেয়েছে। তারপরেও যে বিষয়টি আমাদের নজর কাড়ে তা হল এলাকা বিশেষে এই অঞ্চলের মানুষের কথ্যভাষা। বর্তমানে নানা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 51
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 464 - 470
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যভাষা প্রভাবিত হলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এখনো গ্রামে-গঞ্জে-শহরে-শিল্পাঞ্চলে-বন্দরে-নগরে-জঙ্গলে কান পাতলে আমাদের কানে এই আঞ্চলিক কথ্যভাষা বাজবে।

Reference:

১. Languages in Contact : Findings and Problems, Uriel Weinreich, Mouton Publishers, The Hague/ Paris, 1953, P. 1 (Introduction)
২. Language and Social Networks, Lesley Milroy, Basil Blackwell, Oxford, 1980, P. 135
৩. Chatterji, Suniti Kumar, The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta University Press, 1926, P. 65
৪. সেন, সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪২, পৃ. ১৪